রাবিতে রাকসু ও শতভাগ আবাসিকতা নিশ্চিতসহ পাঁচ দাবি

রাবি সংবাদদাতা

প্রকাশিত: ১৬:২০, ৯ জুলাই ২০২৫

ছবি: দৈনিক জনকণ্ঠ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) নতুন হল নির্মাণ করে শতভাগ আবাসিকতা নিশ্চিতকরণ, ভর্তুকি মূল্যে হল ডাইনিং চালু ও রাকসু নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াশীল ছয়টি ছাত্র সংগঠনসমূহের মোর্চা ‘গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট’। আজ বুধবার (৯ জুলাই) দুপুরে

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পেছনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবিগুলো তুলে ধরেন তারা।

তাদের দাবিগুলো হলো— প্রথমত, নতুন হল নির্মাণ করে শতভাগ আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। সিট বণ্টনের অবৈধ প্রক্রিয়া বাতিল করে অধ্যাদেশ অনুযায়ী বয়োজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার সাথে সিট প্রদান করতে হবে। প্রভোস্টের স্বাক্ষরের জন্য ধার্যকৃত ৫০ টাকার বিবিধ উন্নয়ন ফি বাতিল করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে হল ডাইনিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিতে হবে। বর্তমান ক্যাটারিং ব্যবস্থা বন্ধ করে ভর্তুকি মূল্যে সব হলে পুষ্টিকর ও সুলভ মূল্যের খাবার চালু করতে হবে। তৃতীয়ত, বধ্যভূমি থেকে জিয়া ও হাবিবুর রহমান হল এবং স্টেশন বাজার থেকে বিনোদপুর অভিমুখী দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবিলম্বে চলাচলের উপযোগী করে সংস্কার করতে হবে। চতুর্থ দাবি,বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে ২৪ ঘণ্টা সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য পর্যাপ্ত ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান নিয়োগ, অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নতমানের ঔষধ ও

চিকিৎসা সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এবং ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনে অবিলম্বে শিক্ষার্থী সংসদ (রাকসু) নির্বাচন দিতে হবে। একইসাথে ক্যাম্পাসে সংঘটিত পূর্বের ঘটনা, যেমন- ৭টি হলে কোরআন পোড়ানো, শিক্ষকের বাসায় ককটেল হামলা এবং জোটের কর্মসূচিতে হামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদ রাতুল বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে একটি শিক্ষার্থীবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রত্যাশা থাকলেও এক বছর পার হতে চললেও শিক্ষার্থীদের মৌলিক সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান হয়নি। শিক্ষার্থীরা উচ্চমূল্যে অস্বাস্থ্যকর খাবার খেতে এবং মেস বা গণরুমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে বাধ্য হচ্ছে, যা তাদের শিক্ষাজীবন ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘প্রশাসন শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে। এই ৫ দফা দাবি আদায়যোগ্য এবং শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। এই দাবিগুলোর পক্ষে জনমত গঠন এবং প্রশাসনকে চাপ প্রয়োগ করতেই ৭ দিনব্যাপী গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করা হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র সংগঠনকেও এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।’

সংবাদ সম্মেলনে এসময় অন্যদের মধ্যে ছাত্র গণমঞ্চের আহ্বায়ক নাসিম সরকার, ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) কোষাধ্যক্ষ কায়সার আহমেদ, বিপ্লবী ছাত্রযুব আন্দোলনের সংগঠক তারেক আশরাফ, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর সদস্য আল আশরাফ রাফি উপস্থিত ছিলেন।